ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

তারিখ 10 AUG 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

066

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ফেলের হার বেড়েই চলেছে

ফিচার প্রতিবেদন

সম্প্রতি চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। চারটি বোর্ডে সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৩৩ হাজার ৪শ' ৮৩ জন। তন্মধ্যে পাস করেছেঃ ১ লাখ ৮৫ হাজার ৯শ' ৭৭ জন। পাসের গড় হার ৪২ দশমিক ১০ ভাগ।

রাজশাহী ৪৫ দশমিক ৫ ভাগ
যশোর ৪৫ " ৪ "
কুমিল্লা ৪৩ " ৯৬ "
ঢাকা ৩৯ " ১০ "

পাশের হার গতবারের চেয়ে প্রায় ১৩ শতাংশ কম।

গতবছর পাসের গড় হার ছিল ৫৫ দশমিক ১৮ ভাগ এবার গ্রেস মার্ক দেয়ার ফলে ১ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বেশী পাস করেছে অর্থাৎ তার পরেও পাসের হার কম থেকেছে।

লক্ষণীয় যে, বহিষ্কারের হার গত বছরের তুলনায় এবার ছিল অনেক বেশী। গত বছরঃ ১১ হাজার ৬শ' ৫৮ জন। এবারঃ ১৮ হাজার ৪শ' ৬ জন।

এখন প্রশ্ন হলো, এতো কিছুর পরও ফেলের হার বাড়ল কেন? প্রতিবছর পাসের হার না বেড়ে ফেলের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? এর পিছনের কারণ কি? তাছাড়া হঠাৎ করে এই বছর থেকে আবার এসএসসি-তে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেয়ার কথা বলা হয়েছে, এটা শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরণ না পশ্চাৎধাবন।

আবার এ-ও শোনা যাচ্ছে, আগামী '৯২-৯৪ সাল থেকে ৫০ ভাগ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করা হবে। সব মিলিয়ে আমাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে হতে পারে তার উপর আমাদের এই প্রতিবেদন।

ফেলের হার বাড়ল কেন, পাসের হার বৃদ্ধি এবং নকল প্রবণতা প্রতিরোধে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত—

এ সংখ্যায় আমরা সাধারণভাবে শুধু প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তার দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছি। সেমতে বিগত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য এখানে আলোচনা করা হল।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব শেখ শহীদুল ইসলামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পাসের হার কম হলে নকল প্রবণতা রোধ সম্ভব হবে কি-না?

এই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, হয়ত এভাবে সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব হবে না। তবে এর দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, কেবলমাত্র নকল করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না।

প্রসঙ্গতঃ পাসের হার বৃদ্ধি প্রশ্নে তিনি বলেন, যেসব পরীক্ষার্থী সকল বিষয়ে মোট পাঁচশ' কিংবা তার বেশী নম্বর পেয়ে একটি আবশ্যিক বিষয়ে ৩৩ নম্বর লাভে ব্যর্থ হয়েছে তবে ৩৩ নম্বর পেতে তার অনধিক দশ নম্বর দরকার তাদেরকে প্রতি ১ নম্বর প্রদানের বদলে মোট নম্বর হতে পাঁচ নম্বর করে কেটে নেয়ার শর্তে গ্রেসমার্ক দেয়া হয়েছে এবং তারপর দাঁড়ানো মোট নম্বরের ভিত্তিতে 'ডিভিশন' দেয়া হয়েছে। আর মোট নম্বর পাঁচশ' পাওয়ার পর যারা এই গ্রেসমার্ক লাভের দ্বারাও এক বিষয়ে পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

তবে সেক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী কোন ডিভিশন লাভ করবে না। তাছাড়া তিনি আরও বলেছেনঃ "মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কারকল্পে বিশেষ টাস্কফোর্সের কাজ চলছে। ১৯৯২ সালে এসএসসি ও ১৯৯৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষার পঞ্চাশ ভাগ নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতামূলক এবং পঞ্চাশভাগ রচনামূলক প্রশ্নমালার দ্বারা সংস্কারকৃত পদ্ধতিতে শুরু হবে" অর্থাৎ আলোচনায় এই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রেস এবং কম্পার্টমেন্টাল প্রক্রিয়াতে অনেক ছেলে-মেয়ে পাস করতে সমর্থ হয়েছে এবং হবে। তাহলে কথা দাঁড়াল এই, মূলতঃ ফেলের হার দিন দিন বেড়েই চলছে এবং তা কাটিয়ে উঠার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সন্ধান অব্যাহতভাবেই চলছে।

এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন হল, তাহলে পাসের হার বৃদ্ধি এবং নকল প্রতিরোধে এখন কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত?